msj CHRONICLE

BRAINWARE UNIVERSITY : DEPARTMENT OF MEDIA SCIENCE & JOURNALISM

Diwali Edition

OCTOBER 2025

Visit to Prinsep Ghat
P2

Captain Gill
P4

IN BRIEF

MSJ CHRONICLE

Editorial co-ordinators for this edition of msjchronicle are Sougata Jana & Prapti Biswas
5th semester students, Department of Media Science & Journalism

WEATHER

KOLKATA , WEST BENGAL
MONDAY , SUNNY
Temperature - 28°C
Precipitation - 45%
Humidity - 88%
Wind - 20-30 km/h

Read msjChronicle ONLINE

উমা থেকে শ্যামা, একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ

শিউলি মন্ডল

প্রতি বছরের ন্যায় এই বছর ও মা দুর্গা আমাদের মাঝে এসেছিলেন,কিছুদিন ছিলেন এবং তারপর তিনি কৈলাশে গমন করেছেন। তবে যাওয়ার আগে প্রতিবারের মতো এবারও আমাদের অনেক কিছু শিখিয়ে গেছেন। শিখিয়ে গেছেন অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে। একইসাথে মা শিখিয়েছেন সহিষ্ণুতার পাঠ। মা দুর্গার সংসারে চোখ রাখলে আমরা দেখতে পাই প্রকৃতির পরম মেলবন্ধন। যেখানে গাছ, পশু-পাখি, নারী-পুরুষ প্রত্যেকেই একসাথে বিরাজ করছে। পেঁচা-ইঁদুর, সিংহ-মহিষ, ময়ূর-সাপের মতো একাধিক খাদ্য-খাদক সম্পর্ক উপস্থিত থাকলেও মায়ের সংসারে কোনও দ্বেষ-দ্বন্দ্ব নেই। বর্তমানে যখন আমাদের চারপাশে কখনও ভাষা, কখনও ধর্ম, কখনও জাতির ভিত্তিতে হাহাহানি চলছে তখনই আমাদের আরও বেশি করে এই সহিষ্ণুতাকে আপন করে নেওয়ার সময়।

তবে শুধু মানুষ না, অন্য সকল প্রাণীও মায়ের সন্তান। এই জগৎে তাদেরও সমান অধিকার। কিন্তু আমাদের স্বার্থপরতার ফলস্বরূপ আমরা তাদের অনেক সময়েই বিপন্ন বোধ করিয়ে ফেলি। বর্তমানে উত্তরবঙ্গের বন্যায় মানুষের সাথে-সাথে বন্য প্রাণীরাও বিপর্যস্ত। গন্ডার, হরিণের প্রাণহীন দেহ বয়ে আসছে জলের সাথে। মৃত্যু ঘটছে মানুষের ও। এই দুর্যোগ আমাদের জন্য পরীক্ষার মুহূর্ত। এই সময়ে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই চেষ্টা করছে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার। শুধু মানুষ না, বন্য প্রাণীরাও করছে সাহায্য। যে গজে মায়ের আগমন ঘটেছিল এবার, সেই গজে চড়েই পর্যটকদের উদ্ধার করছেন কর্মীরা। দুর্যোগ অবশ্যই থেমে যাবে একটা সময়ে কিন্তু দুর্যোগ থেমে গেলে আমরা প্রকৃতির প্রতি আরও সহানুভূতিশীল হব, এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

উৎসব শেষে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মন কিছুটা বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। কারণ দুর্গাপুজো তো শুধু পুজো নয়, বাঙালির আবেগের বহিঃপ্রকাশ, আমাদের বহু বছরের সংস্কৃতি, বছরে একবার আমাদের মেয়ের ঘরে ফেরা। তাই সেই মেয়ে ফিরে গেলে মন খারাপ হওয়া তো স্বাভাবিক কিন্তু মা দুর্গা তো আমাদের অন্তরে আছেন। আর যিনি অন্তরে বসবাস করেন, তার থেকে কোনও ভাবেই আমাদের দুরত্ব হওয়া সম্ভব নয়। শাস্ত্রে বলে, এই জগতে যা কিছু বর্তমান, সেই সব বস্তু, প্রাণী, অনুভূতি; সবকিছুই স্বয়ং দেবী মহামায়া। তাই তাঁর থেকে দুরে থাকা তো অসম্ভব। আর এর মধ্যেই এসে গেছে দীপাবলি। সারা দেশ যখন ধন লক্ষ্মীর আরাধনায় নিমজ্জিত থাকে, তখনই উমা আবার শ্যামা রূপে আবির্ভূতা হন এই বাংলার ঘরে-ঘরে।

মা দুর্গা যেমন শেখান সহিষ্ণু হতে, মা কালী তেমনই শেখান সহিষ্ণুতার বাঁধ কখন ভেঙে ফেলতে হয়। শেখান, বন্ধনমুক্ত হয়েও কীভাবে মায়ার বাঁধনে বেঁধে ফেলা যায় সবকিছু। ভারতবর্ষ মাতৃকা প্রধান দেশ। এই দেশে কালী আরাধনা অতি পুরাতন। তবে নানা রূপে, নানা স্থানে পূজিত হলেও অন্যান্য দেবী প্রতিমাদের থেকে 'আলাদা' হওয়ার 'দোষে' তিনিও বহুকাল গৃহীদের পূজা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন। পরবর্তীতে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ নতুন রূপে শ্যামা আরাধনার প্রচলন করলেও আজও তিনি 'ভয়ঙ্করী' 'রাগী' 'গুহ্য' হয়েই রয়ে গেছেন অনেকের কাছে। আসলে আমরা ভুলে যাই, সন্তানের ভালোর জন্যই মাঝে-মাঝে মা-কে রাগী রূপে শাসন করতে হয়। যদিও মহামায়ার লীলার সামনে আমরা অতীব তুচ্ছ, তবুও কালী-কে 'ভয়ঙ্করী' মনে করার কারণ হয়তো কিছুটা হলেও আমাদের সমাজের চিন্তা পদ্ধতি। আজ-ও তো গায়ের রঙ-কে রূপের মাপকাঠি হিসেবে গণ্য করা হয়।

আজ-ও 'কালো' শব্দটি অপমানসূচক আর 'ফর্সা' শব্দটি 'ইতিবাচক' অর্থে ব্যবহৃত হয়। কাউকে 'কালো' বললে অজান্তেই অপরাধবোধ ঘিরে ফেলে বক্তাকে। তারপরে ক্ষতিপূরণের মতো সে বলে ওঠে, 'মুখটা যদিও মিষ্টি।' আমরা বুঝতেই পারি না যে কালো মানুষকে দেখতে মিষ্টি হওয়াটা এমন কোনও বিশেষ ব্যতিক্রম নয়, যাকে প্রতিবার উল্লেখ করতে হবে। ঋগ্বেদে-র রাত্রিসুক্তে বলা হয়েছে রাত্রি দেবী, ঊষা দেবীর-ই রূপ। অর্থাৎ, কালো-ফর্সা, আলো-অন্ধকার, উমা-শ্যামা এরা প্রত্যেকেই একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ, একে অপরের পরিপূরক। প্রত্যেকের নিজস্ব সৌন্দর্য আছে। দুর্ভাগ্যবশত আমরা সেই সৌন্দর্যের রস আস্বাদন করতে এখনও অপারগ।

প্রতিবার দীপাবলির আলোয় সব অন্ধকার মুছে গিয়ে আলোর রোশনাইতে ভরে ওঠে চারিদিক। মায়ের কাছে আমাদের প্রার্থনা থাক, যেন শুভ চেতনায় আলোকিত হয়ে উঠি আমরাও। প্রার্থনা থাক বিদ্যার, বুদ্ধির, জ্ঞানের, শান্তির, শক্তির, বিকাশের। অঙ্গীকার থাক মায়ের শিক্ষা ও শক্তিকে নিজেদের মধ্যে ধারণ করার। দেবী দুর্গা ও কালিকা-কে হৃদয়ে পাশাপাশি রেখে শপথ করি জীবনের পথে এগিয়ে চলার।

শব্দ নয়, আলোয় হোক উৎসব

আদ্রিজা দোলুই

দীপাবলির আনন্দে আমরা যেন ভুলে না যাই আমাদের চারপাশের প্রাণীদের কথা। আতসবাজি ও শব্দবাজির তীব্র আওয়াজে কুকুর, বিড়াল, পাখি সহ অনেক প্রাণী ভয় পায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে, এমনকি আহতও হয়।

শব্দদূষণ প্রাণীদের মানসিক চাপ বাড়ায়, ধোঁয়া ও রাসায়নিক পদার্থ তাদের শ্বাসপ্রশ্বাসে সমস্যা সৃষ্টি করে , আতসবাজির অবশিষ্ট পদার্থ জল ও মাটি দূষিত করে, জলজ প্রাণীর ক্ষতি করে তাই আসুন, এই দীপাবলিতে— 1)শব্দবাজি এড়িয়ে চলি 2)পরিবেশবান্ধব আলো ব্যবহার করি 3) পশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করি 4)শিশুদের শেখাই প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতির গুরুত্ব আলোয় ভরে উঠুক মন, ভয় নয়— ভালোবাসায় হোক দীপাবলি।

Ma Kali in our courtyard

Anupriya Chakraborty

After Durga Puja bids farewell, I feel a quiet anticipation in the air, like something powerful is about to arrive. And then she comes, Maa Kali – The Goddess of Darkness, worshipped for her power to destroy it. I feel very excited for Kali Puja every year; it is one festival that is closest to my heart. In our apartment, we welcome her with lights, devotion and a deep sense of togetherness that makes this festival truly special.

Preparation starts a week before the night of Amavasya. From arranging funds to decorating the mandap, everyone takes part in some way. Until the day arrives, the courtyard slowly transforms into a sacred space – strings of lights glittering in the balconies, the sound of the dhak echoing in the evenings, and rows of diyas placed, awaiting her arrival. This year, it is even more special and grand, as our apartment stepped into its 25th year of celebrating Kali Puja.

On the night of Amavasya, our apartment seems to glow from within. The idol of Maa Kali is placed in the courtyard, draped in a red and gold saree, her eyes blazing with energy, adorned with hibiscus garlands; she stands powerful and divine against the 108 flickering oil lamps. The priest chants the mantras, and the rhythmic beats of dhak echo through the walls.

Every year, as the night ends and the light dims, I realize how our apartment's Kali Puja is more than a ritual. We celebrate her to conquer our own inner darkness, to find light within ourselves and around us. For me, the idea of lighting up our homes on Kali Puja night has always carried deep meaning. It's symbolic – we illuminate our surroundings to remind ourselves that even in darkness, there is light. Maa Kali, fierce yet protective, stands as the reminder.

Alipurduar's grandest Kali Puja

Debosmita Roy

At Alipurduar junction, Kali Puja is celebrated as a huge and exciting festival, with the NFR Builders Association leading the way. This club is famous for creating the largest and most magnificent celebration in the whole area, often winning major awards for having the best decorated structure, which they call the pandal. Their success comes from a focus on making their themes look perfectly real and authentic. Last year's main attraction was a breathtaking model of the Ram Mandir of Ayodhya. The pandal was so detailed that it felt like standing in the actual temple. To make the scene even more original, they placed a stunning statue of Ram Lalla at the entrance, leaving all the visitors completely awestruck by the whole effort.

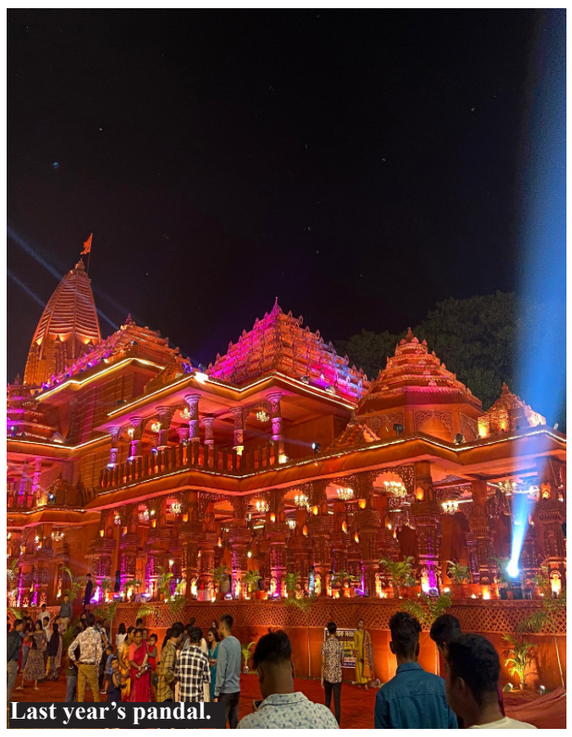

Last year's pandal.

The club's president, Badshah Roy, said, "We always try to provide the best feeling of celebration to the people and to the visitors, and also we try to let the people experience the originality by being within the pandal". He also added,"To reach this high level of quality, we have brought in highly skilled artisans from Nabadwip." This year's massive project is a perfect copy of the Lakshminarayan Golden Temple of Vellore. To make sure the outcome is exact, 40 to 50 workers are busy working patiently day and night. Adding to the spectacle is the powerful Maa Kali idol. It stands at a massive 11 feet and is crafted by the respected artiste, Badal Saha, whose idol-making skills are considered among the best in Alipurduar town.

The excitement of Kali Puja here does not end quickly and the celebration is a happy event that goes on for five full days. Every evening, the atmosphere is electric because the club invites various famous singers to perform on stage. Their beautiful, melodious songs create a truly enjoyable and festive mood that everyone loves to be a part of. By offering both amazing, award-winning artwork and five nights of great entertainment, this annual event becomes the heart and soul of the festival. It is a wonderful time when the whole community gathers to celebrate and create beautiful, lasting memories together.

মা কালীর আগমনের ডঙ্কা: হাতে কাটা নরমুণ্ড নিয়ে দেবীর ভয়াল সুন্দর রূপ

কুনাল চন্দ্র মন্ডল

মা দুর্গার বিদায় বিলাসের পরে, ভারাক্রান্ত হৃদয়ের বিষণ্ণতার রেশ কাটতে না কাটতে চলে আসেন আরেক "মা"। বলা চলে দুর্গাপুজোর পর ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু বাঙালিদের কাছে অন্যতম প্রধান ধর্মীয় উৎসব হল কালীপূজা বা শ্যামাপূজা। কখনো তিনি রক্ষাকালী কখনো তিনি বিপদতারিণী আবার কখনো রুদ্ররূপিণী কিংবা চামুণ্ডা রূপিণী রূপে আবির্ভূত হন । শ্যামাপূজা এটি হিন্দু পঞ্জিকার অশ্বযুজা মাসের বা কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত এই কালীপুজোকে বলা হয় দীপান্বিতা কালীপূজা। এই পূজা আলো ও আতসবাজির আস্ফালনের উৎসব।

এটি দীপাবলি, দীপান্বিতা, দীপালিকা, সুখরাত্রি, সুখসুপ্তিকা এবং যক্ষরাত্রি নামেও অভিহিত হয়। বহু প্রাচীনকাল থেকেই এই বাংলায় শাক্ত সাধনার প্রসার ঘটেছিল। রক্ষাকালী, শ্যামা, তারা,বামা বিভিন্ন নামে পূজিতা হন দেবী কালী। শিবের বুকের উপর পা দিয়ে এক হাতে খড়্গ আর অন্য হাতে কাটা মুণ্ড নিয়ে দেবীর ভয়াল সুন্দর রূপের সঙ্গে তন্ত্রসাধনার অনুষঙ্গ জড়িয়ে থাকে। কালীদেবীর মূর্তি জ্ঞান, কর্ম,কর্মফল ও ত্যাগের তাৎপর্য তুলে ধরে।কালীপূজার মাধ্যমে মোক্ষলাভও হয়।কালীদেবীর কোমরের হাতগুলো কর্মের তাৎপর্য তুলে ধরে ও শ্মশানবাস জীবনের শেষ পরিণতিকে নির্দেশ করে।এছাড়া মুন্ডগুলো জ্ঞানের ধারক।

শ্রীরামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, বামাখ্যাপা কিংবা কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সকলের পরম আরাধ্য দেবী কালীকে নিয়ে যুগ যুগ ধরে রচিত হয়েছে বহু গান। কালীপুজোকে কেন্দ্র করে এই গানগুলিও আরও সুপরিচিত হয়ে উঠেছে বাঙালির অন্তরের মণিকোঠায়। পুরাণ মতে, দেবী মহামায়ার দশমহাবিদ্যা রূপের প্রথম রূপ হল কালী। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়, শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামের দুই অসুরকে পরাজিত করে দেবকুলকে রক্ষা করার জন্য আবির্ভূতা হন দেবী কালী। আদ্যাশক্তি ভগবতীর কোষ থেকেই সৃষ্টি হন কালী। কোষ থেকে জন্ম বলে প্রথমে তাঁকে বলা হয় 'দেবী কৌশিকী'। আর কৌশিকী রূপ ধারণের পর ভগবতীর গায়ের রং ঘন কালো হয়ে ওঠে আর এই রঙের কারণেই তাঁকে 'কালী' বলে সম্বোধন করা হয়। শক্তির উপাসনার আরাধ্যা আদ্যাশক্তি মহামায়ার অন্যতম রূপ দেবী কালী শাক্ত ধর্মে এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করেন। তাঁর মূর্তিতে দেখা যায়চারটি হাত, যার মধ্যে এক হাতে খড়্গ, এক হাতে কাটা নরমুণ্ড, আর দুই হাতে দেখা যায় বরাভয় মুদ্রা ও আশীর্বাদ মুদ্রা। তাঁর গলায় নরমুণ্ডের মালা আর তাঁর হাতে ধরা নরমুণ্ডের রক্ত পান করে তাঁর বাহন শিয়াল। এলোকেশী দেবী কালী শিবের বুকের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। সাধারণভাবে পরিচিত এই রূপটি ছাড়াও বিভিন্ন পুরাণে কালীর অন্যান্য বিভিন্ন রূপের বর্ণনাও দেওয়া হয়েছে।

তবে মোটামুটিভাবে কালীর যে কয়টি রূপের কথা জানা যায়, তা হল রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, ভদ্রকালী, গুহ্যকালী, মহাকালী, দক্ষিণা কালী, চামণ্ডা ইত্যাদি। বাংলার বিভিন্ন মন্দিরে কাথাও ব্রহ্মময়ী, করুণাময়ী, কোথাও ভবতারিণী নামে তিনি পূজিতা হন। মহাকাল সংহিতায় আবার কালীর নয়টি রূপের কথা বলা হয়েছে, যার মধ্যে কালকালী, কামকলাকালী, চণ্ডিকাকালী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। দিগম্বরী দক্ষিণাকালীর মূর্তিটিই বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল বাংলায়। বলা হয়, কালীর ভয়ে দক্ষিণ দিকের অধিপতি যম ভীত হয়ে পলায়ন করেছিলেন বলে কালীর এই রূপের নাম দক্ষিণাকালী। এভাবে কখনও ভদ্রকালীরূপে শান্ত-সমাহিত কালীর রূপ, চামুণ্ডারূপে উগ্র ভয়ালদর্শনা দেবীর মূর্তি কিংবা সিদ্ধকালী পূজিতা হন এই বাংলায়। দেবী মহামায়ার দশমহাবিদ্যা রূপের মতো দেবী কালীরও নয়-দশটি পৃথক রূপের কথা বলা আছে বিভিন্ন শাস্ত্রে। ষোড়শ শতাব্দীতে নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ স্মার্ত পণ্ডিত তথা নব্যস্মৃতির স্রষ্টা রঘুনন্দন দীপান্বিতা অমাবস্যায় লক্ষ্মীপূজার বিধান দিলেও, কালীপূজার উল্লেখ করেননি।[৫] ১৭৬৮ সালে রচিত কাশীনাথের কালী সপর্যাসবিধি গ্রন্থে দীপান্বিতা অমাবস্যায় কালীপূজার বিধান পাওয়া যায়।

নবদ্বীপের বিখ্যাত তান্ত্রিক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশকেই বাংলায় প্রথম কালীমূর্তি ও কালীপূজার প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। তবে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কালীপূজাকে যিনি বাংলায় বিখ্যাত করে তোলেন, তিনি নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়। গবেষক শশিভূষণ দাশগুপ্ত যদিও সপ্তদশ শতকের বাংলায় কিছু কিছু অংশে কালীপূজার নিদর্শনের কথা উল্লেখ করেছেন। তবু ইতিহাসের দিক থেকে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের হাত ধরেই বাংলায় কালীপূজার প্রচার ও প্রসার ঘটেছে বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। দীপান্বিতা কালীপূজা ছাড়াও বাংলায় আরও দুই ধরনের কালীপূজার প্রচলন আছে। তার মধ্যে মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে রটন্তী কালী এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে ফলহারিণী কালীপূজা। তাছাড়া তারাপীঠের আরাধ্যা দেবী তারার পূজাকে বলা হয় কৌশিকী কালীপূজা। নিয়মিত পূজা হিসেবে প্রত্যেক অমাবস্যা তিথিতে বা প্রতি শনি কিংবা মঙ্গলবারেও কালীপূজা করা হয়ে থাকে। এছাড়া শীতকালে পৌষ মাসে কোথাও কোথাও বিশেষ মনস্কামনা পূরণের লক্ষ্যে পৌষকালী রূপে দেবীর আরাধনা করা হয়। ব্রাহ্মণ্য ও তান্ত্রিক দুই পদ্ধতিতেই কালীর আরাধনা করা হয়ে থাকে। তান্ত্রিক পদ্ধতিতে মধ্যরাত্রে মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে পূজা হয় এবং দেবীর সামনে পাঁঠা বা ভেড়া বলি দেওয়া হয়। বলি দেওয়া পশুর কাটা মুণ্ড, রক্ত, মিষ্টি, অন্ন বা লুচি, মাছ ও মাংস উৎসর্গ করা হয় দেবীকে। তবে গৃহস্থবাড়িতে সাধারণত ব্রাহ্মণ্য মতেই আদ্যাশক্তি দেবী কালী পূজিতা হন। বিশেষ বিশেষ উপজাতিদের মধ্যে মদ ও মাংস সহযোগে তন্ত্রমতে কালীপূজা করার কথা জানা যায়। সবক্ষেত্রেই রক্তজবা ফুল ছাড়া দেবী কালীর পূজা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। রামপ্রসাদের সেই বিখ্যাত গান 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা মা' আমরা অনেকেই শুনেছি। দেবী কালীকে শ্মশানচারী মনে করা হয়। তাই বাংলার বিভিন্ন শ্মশানে দ্বীপান্বিতা কালীপূজার দিন শ্মশানকালীর পূজা করা হয়।একদিকে শক্তির আরাধনার মধ্য দিয়ে অন্তরের কুণ্ডলিনী শক্তির জাগরণ ঘটিয়ে আসুর বিনাশ এবং অন্যদিকে আলোর উৎসবে আতসবাজির ঝলকানিতে মনের অন্ধকার দূর করার বাসনা নিয়ে ভক্তরা কালীপূজায় সমবেত হন। এছাড়া দেবী কালীকে নিয়ে লেখা হাজারো শ্যামাসঙ্গীত এই বিশেষ দিনটিকে এক অন্য মাত্রা এনে দেয়। সব মিলিয়ে এই দিনটি বাঙালির কাছে রং বে-রঙিনের সুরেলা আর্কাইভ।

স্মৃতির আনন্দবাজার

সৌগত জানা

ফিরে দেখা আনন্দবাজার। ছবিঃ সৌগত জানা

আনন্দবাজার পত্রিকা ও টাইমস অফ ইন্ডিয়া—দুটি ইন্ডাস্ট্রি ভিজিটের অভিজ্ঞতা যেন এক নতুন দিগন্তের দরজা খুলে দিয়েছিল। তখনও জানতাম না, সেই দেখা থেকেই একদিন শুরু হবে জীবনের সবচেয়ে বাস্তব এক সাংবাদিকতার অধ্যায়। অগাস্ট মাসের কোনো এক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হঠাৎ মেইলে খবর পেলাম—আনন্দবাজার পত্রিকায় আমার ইন্টার্নশিপের আবেদনটি গৃহীত হয়েছে। চোখের সামনে যেন স্বপ্নটা হঠাৎই বাস্তবে রূপ নিল। বুকের ভেতর মিশে গেল একরাশ আনন্দ, এক চিমটি নার্ভাসনেস আর অফুরন্ত কৌতূহল।

২৫ তারিখ, প্রথম দিন পা রাখলাম আনন্দবাজারের অফিসে। বিশাল নিউজরুম, দৌড়ঝাঁপে ভরা ডেস্ক, আর প্রতিটি মুখে যেন এক ধরনের অদ্ভুত আত্মবিশ্বাস—সেদিনই বুঝলাম, সংবাদ তৈরির এই কারখানাটাই আলাদা। শিখছিলাম রিপোর্টিংয়ের ব্যাকরণ, সংবাদবিভাগের কাঠামো, আর মানুষের গল্পের ভেতর থেকে সত্যিকে খুঁজে বের করার কৌশল। প্রিয় সুদীপ্তা ম্যামের ক্লাসে অনেকটা জানা থাকলেও বাস্তবের মাঠ একদম অন্যরকম। পাশে পেলাম কলকাতা বিভাগের সিনিয়র রিপোর্টার চন্দন দা—যিনি শুধুই রিপোর্টার নন, এক চলন্ত সাংবাদিকতার স্কুল। প্রথম দিনই বলে দেওয়া হলো—"এখানে সবাই দাদা বা দিদি"—এ যেন এক পরিবারের নাম আনন্দবাজার।

দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল ঝড়ের বেগে। কখনও জোকায় খুনের ঘটনায় তথ্য উদ্ধার, কখনও লালবাজারে সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্যের শীর্ষ পুলিশ কর্তাদের মুখোমুখি। আবার যাদবপুরের ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে অস্থিরতা, নবান্নে বামফ্রন্টের বিক্ষোভ, বা ভাষা আন্দোলন দিবসের অনুষ্ঠানে মানুষের ভিড়—সবখানেই নতুন কিছু শেখার সুযোগ। একদিন শিবপুর লেনে দুর্গাপূজার প্যান্ডেল তৈরি করতে গিয়ে শ্রমিকের মৃত্যুর খবরে ছুটেছি, আবার অন্যদিন হাইকোর্টে সায়ন ব্যানার্জির মামলার শুনানিতে দাঁড়িয়ে বুঝেছি সংবাদ কেবল লেখা নয়—এটা সময়ের সাক্ষী হয়ে ওঠা।

এই এক মাসের মধ্যে আমি শুধু খবর লেখা শিখিনি, শিখেছি খবর বোঝা। শিখেছি মানুষের চোখে ভরসা জাগানো কণ্ঠস্বর হতে। প্রতিদিনের অ্যাসাইনমেন্ট, প্রতিদিনের লিড, প্রতিদিনের ফোনকল—সব মিলিয়ে যেন এক অনন্ত যজ্ঞ। নিউজরুমে বসে গল্পের খোঁজ, মাঠে ছুটে গিয়ে তথ্যের যাচাই, তারপর ফিরে এসে সেই তথ্যকে বাক্যে বুনন—এই ছন্দই হয়ে উঠেছিল প্রতিদিনের নেশা।

চিফ রিপোর্টার সোমা মুখার্জির স্নেহ, পরামর্শ আর কঠোর শৃঙ্খলা শিখিয়েছে কিভাবে একজন রিপোর্টারকে সবসময় প্রস্তুত থাকতে হয়। নীলোৎপল বিশ্বাসের দিকনির্দেশনায় বুঝেছি—একটি ভালো গল্পের পেছনে শুধু তথ্য নয়, থাকতে হয় মন, দায়িত্ব আর নির্ভুল ভাষা।

আজও যখন চোখ বন্ধ করি, মনে পড়ে সেই বিকেলের ব্যস্ত নিউজরুম, চন্দন দার কণ্ঠে "ফোন করো, কে কথা বলছে জানো আগে" আর সোমা দিদির ধৈর্যশীল হাসি। আনন্দবাজারে কাটানো সেই এক মাস যেন এক বছরের সমান অভিজ্ঞতা দিয়ে গেছে—খবরের গন্ধ, সময়ের স্পন্দন, আর নিজের ভিতর লুকিয়ে থাকা এক সাংবাদিক আত্মাকে জাগিয়ে তুলেছে।

এই ইন্টার্নশিপ শুধুমাত্র পেশাগত অভিজ্ঞতা নয়—এ ছিল এক আবেগময় যাত্রা। এক কল্পনাপ্রবণ ছেলেটা সেদিন বুঝেছিল, সাংবাদিকতা কেবল পেশা নয়—এ এক প্রতিদিনের সংগ্রাম, এক জীবন্ত স্বপ্নের বাস্তব রূপ।

Street frames: A lens into urban life

Prapti Biswas

The photography exhibition.

A vibrant showcase of urban life unfolded at the recent "Street Frames" photography exhibition, hosted by the Department of Media Science and Journalism at Brainware University. The event, a celebration of candid street photography, attracted a distinguished gathering of university officials and was open to all students, faculty, and staff. The gallery was transformed into a bustling street scene, complete with meticulously crafted models of streetlights, taxis, buildings, and cameras, all created by the department's talented students. This immersive setup perfectly complemented the photographs on display, making attendees feel as though they were walking through the very streets captured in the images. The exhibition mostly had pictures from Chandannagar, where students from the department went for a photo walk in August.

The exhibition was inaugurated by the university's esteemed Vice-Chancellor, Prof. Sankar Gangopadhyay who spoke about the importance of capturing authentic moments in everyday life. He commended the students for their keen observational skills and for finding beauty in the mundane. He said, "The students captured the true flavours of the streets." Registrar Ms. Mahua Pal and Assistant Registrar Ms. Anandita Das were also in attendance, showing their support for the students' creative endeavors and the department's commitment to hands-on learning. Their presence underscored the university's recognition of photography as a powerful medium for storytelling and social commentary.

The dean of academics, Prof. Anant Kumar Srivastava, commented on the beauty of the photograph but mentioned the lack of captions and credit lines. He said, "Photographs are nothing without words from the photographer; they take the viewer on a journey." The students and faculties took the advice and guaranteed to keep this in mind for the upcoming events because truly pictures without captions are worthless in the world of journalism.

The photographs themselves were a diverse collection, each telling a unique story of urban existence. The photographers demonstrated a mastery of composition and light, turning ordinary street corners into compelling visual narratives. The students of the Department of Media Science and Journalism clearly put their heart into the project, not just in capturing the images but also in creating an environment that elevated the viewing experience. The "Street Frames" exhibition was not merely a display of photographs; it was a journey through the soul of the city, seen through the eyes of a new generation of artists.

Visit to Prinsep Ghat

Rajib Ranjan Thakur

Arati at Babu Ghat.Picture by Nandini Mishra

Our recent visit to Prinsep Ghat for a mock reporting session was an enriching and memorable experience. Guided by our Head of the Department, we had the opportunity to explore the location from both a journalistic and cultural perspective. The day began with interacting with several local people- from small business owners running food stalls and ferry operators to families enjoying the serene riverbank. We gathered valuable insights into their lifestyles, daily challenges, and the way they have adapted their work around the flow of visitors at the Ghat.

One of the major highlights of the day was witnessing the mesmerizing Ganga Aarti, which beautifully reflected the spiritual essence and cultural heritage of the place. The rhythmic chants, the glowing diyas, and the devotion of the crowd created an atmosphere that was truly captivating.

Our HOD constantly guided us throughout the session-from explaining the historical significance of Prinsep Ghat to advising us on how to approach people for interviews and frame effective questions. At one point, when a student suddenly fainted, she promptly took charge and ensured that proper care was given.

Apart from gaining journalistic knowledge, the trip also strengthened our teamwork, observation, and reporting skills. Capturing photographs, conducting live interviews, and preparing field notes made us feel more confident as budding media professionals. Overall, the visit was not only educational but also a memorable blend of learning, experience, and cultural exposure.

The eternal city of Lord Shiva

Asmita Debnath

Banaras, also known as Varanasi or Kashi, stands as one of the oldest and holiest cities in the world. Revered as the city of Lord Shiva, it is a place where spirituality breathes through every street and every riverbank. Pilgrims from all over India and across the world come here seeking blessings, peace, and divine connection.

According to traditional beliefs, every journey to Banaras must begin with a visit to the Kal Bhairav Mandir. Lord Kal Bhairav, considered the fierce guardian and protector of Kashi, is worshipped before visiting other temples in the city. Locals believe that without his permission, no one can truly enter or experience the sacredness of Banaras. Devotees offer prayers, oil, and flowers to Kal Bhairav, seeking his protection and guidance for the rest of their pilgrimage.

After visiting Kal Bhairav pilgrims continue to explore the numerous ancient temples scattered across the city. Each temple tells a story - of faith, devotion, and timeless tradition.

The Kashi Vishwanath Temple, dedicated to Lord Shiva, remains the spiritual heart of Banaras and draws countless devotees every day. Beyond its religious significance, Banaras is also a treasure of history and culture. A short distance away lies Sarnath, a place of immense historical importance where Lord Buddha delivered his first sermon after attaining enlightenment. Sarnath houses several temples dedicated to different deities from various cultures, symbolizing the unity of faith and diversity of worship. Visitors can witness a unique blend of Hindu, Buddhist, and Jain heritage here.

The ghats of Banaras are another highlight that define the soul of the city. From dawn till night, life flows around these sacred riverbanks. The evening Ganga Arti at Dashashwamedh Ghat is a sight of divine beauty - the rhythmic chants, glowing diyas, and the holy Ganges shimmering in golden light.

Adding to the city's chants is the Ramnagar Fort, situated across the river. Built in the 18th century, this fort reflects the royal history of Banaras and offers a glimpse into its architectural splendor. The fort houses a museum with ancient artifacts, royal collections, and vintage vehicles, showcasing the city's glorious past. Banaras is not just a destination - it is an emotion, a living symbol of faith and eternity. Whether one comes to ask for spiritual awakening, witness cultural harmony, or simply experience the calm of the Ganga, Banaras leaves an everlasting impression on every soul who visits.

Divine vibes at Shri Kashi Vishwanath Dham

Film-O-Cracy event at Calcutta University

Pritam Karmakar

19th September 2025, University of Calcutta (College Street Campus), The team 'Elixers' was invited to the 'Film-O-Cracy' event, representing Brainware University with their short film titled 'Smoke.' The film allegorically depicted a cigarette transforming into the breath of life. It was completed by the young talents: Prapti Biswas (Scriptwriter), Souvick Chakraborty (Cinematographer and Sound Designer), Soumyadeep Paul (Lead Actor and Editor), Saheba Khatun (Set and Costume Designer), and Priyangshu Mondal (Supporting Actor).

The team was very enthusiastic about the whole event and highly excited to attend an event with many dignified people. They expressed pride in being able to showcase their talent in front of experts and students from other universities. Renowned journalist Mr. Ritabrata Bhattacharya welcomed them to the event.

Even though the team failed to claim any position, their enthusiasm did not wane. Instead, they were happy and proud to receive participation certificates from the hands of Kamaleshwar Mukherjee (Indian film director and actor) and Prof. (Dr.) Pijushkanti Panigrahi (Head of the Department of Journalism and Mass Communication). The team was highly appreciated by the attendees and honored with numerous rounds of applause.

The University of Calcutta's Department of Journalism and Mass Communication (DJMC) today marked a momentous occasion by successfully hosting its Short Film Festival Screening and the official Inauguration of the Ritwik Sabhagriha (Ritwik Auditorium). The event served as a fitting tribute to cinematic master Ritwik Ghatak on the occasion of his 100th Birth Anniversary, solidifying the University's commitment to its "75 years of excellence in Journalism & Media Education."

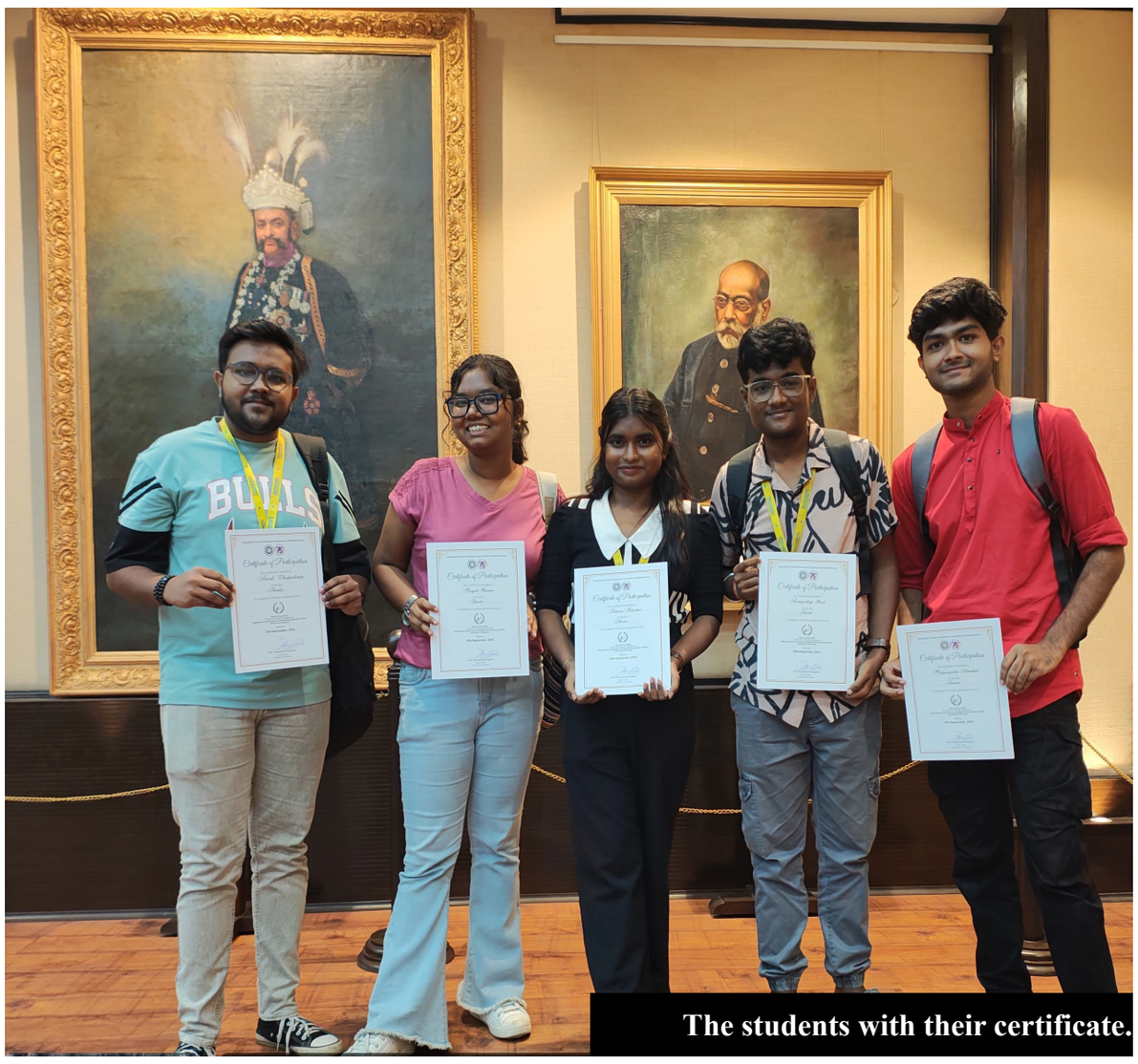
The students with their certificate.

The day commenced at 1:00 PM with the highly anticipated screening of selected films from the Short Film Festival, drawing a significant turnout of students, faculty, and cinephiles. The atmosphere was one of the most notable excitement as new media voices were celebrated in the heart of Kolkata.

The formal Inauguration and Awards Ceremony followed at 3:00 PM in the historic Senate Hall on the College Street Campus. The new Ritwik Sabhagriha stands as a permanent fixture and resource for future media students, echoing the spirit of one of Bengal's greatest cultural icons.

The ceremony was graced by a distinguished panel, underscoring the importance of the event. The new auditorium was officially inaugurated by Prof. (Dr.) Santa Datta (De), the Vice Chancellor of the University of Calcutta, who spoke on the vital role film education plays in shaping contemporary discourse.

In the presence of Prof. (Dr.) Debasis Das, Registrar, University of Calcutta, renowned filmmaker Sri Kamaleswar Mukherjee served as the Chief Guest. Mukherjee lauded the University's initiative, emphasizing that the best way to honor a pioneer like Ghatak is to create spaces for the next generation to practice and innovate. He stressed the importance of independent cinema, a theme central to Ghatak's own filmography.

The event, led by Prof. (Dr.) Pijushkanti Panigrahi, Head of DJMC, was a seamless blend of academic rigor and cultural reverence. The DJMC acknowledged not only Ghatak's artistic genius but also his foundational contribution to cinematic narratives in India.The successful conclusion of the film festival and the dedication of the Ritwik Sabhagriha ensure that the legendary director's name will continue to inspire students in their pursuit of excellence in media and filmmaking for decades to come.

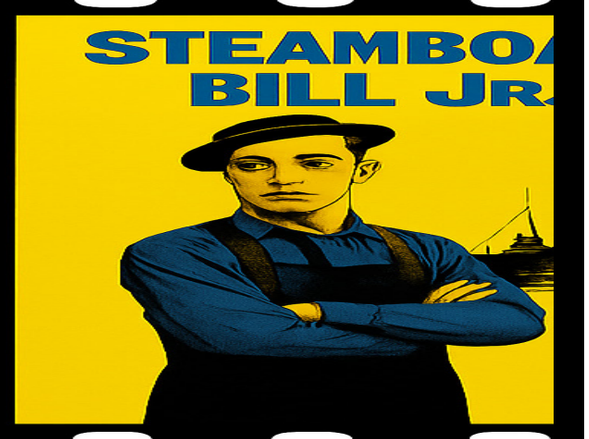

Remembering Buster Keaton on his birthday, October 4 — the genius who made silence speak louder than words. His timeless classics like *The General*, *Sherlock Jr.*, and *Steamboat Bill Jr.* continue to define the magic and mastery of silent cinema.

Everyday chaos, under a peaceful sky.
Picture by Abahoni Podder

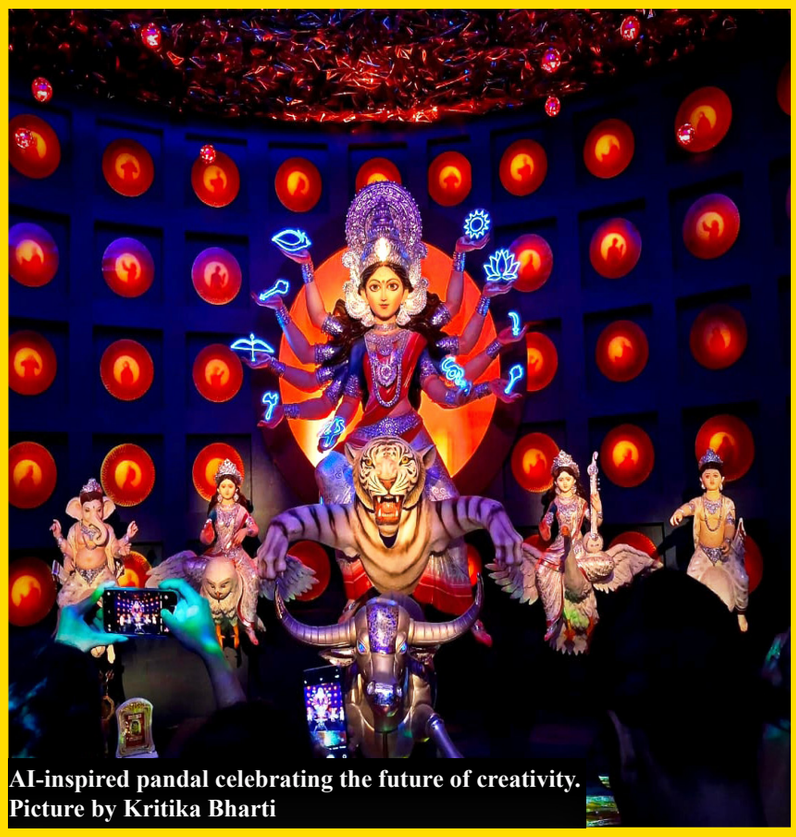

AI-inspired pandal celebrating the future of creativity.
Picture by Kritika Bharti

বিদায়ের জলে ভেসে আসে আগমনের আলো। ছবিঃ ইন্দ্রানী দত্ত

বিসর্জনের পর শুন্য মণ্ডপে স্মৃতির আলো। ছবিঃ বৈশালী সাহা

Ten arms of grace and fury.
Picture by Pritam Karmakar

ঢাকের সাজে মা। ছবিঃ পৃথা আদিত্য

Light, devotion and the power of the Divine Mother.
Picture by Ranodip Saha

A silent conversation between a child and her deity.
Picture by Disha Mondal

Ten days' celebration ends and a new wait begins. Picture by Nandini Mishra

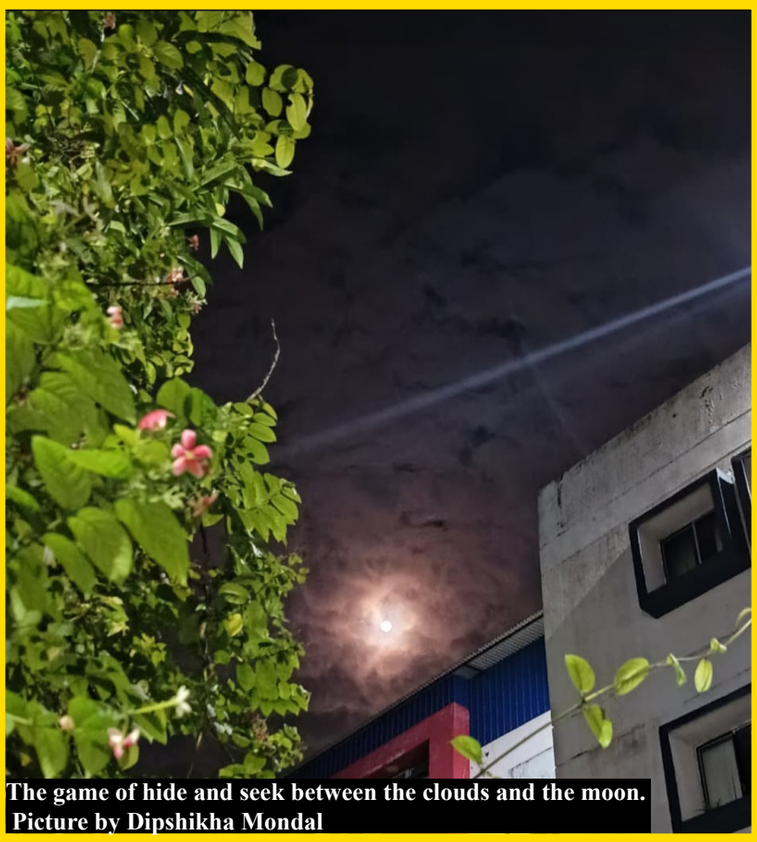

The game of hide and seek between the clouds and the moon.
Picture by Dipshikha Mondal

An artisan gives final touches to an idol of Goddess Kali.
Picture by Adrija Dolui

The beauty and power of Durga.
Picture by Aniket Ghosh

Gill shapes up as India's best choice for Australia tour captain

Aditya Adhikari

Shubman Gill has been declared as ODI captain for the upcoming ODI series against Australia. Shubman Gill, a young cricketer who has recently appointed the Test captaincy in the England series, is now about to get another responsibility as ODI captain.

After the declaration of ODI captaincy, a controversy has started among cricket fans because Rohit Sharma, a successful and experienced ODI captain who also led India to many wins and trophies, including the recent Champions Trophy, has now been replaced from the ODI captaincy.The reason behind this change In captaincy has not been clearly explained by the BCCI, but the biggest reason might be that BCCI is looking for a captain who can continue in all three formats in the upcoming future. The BCCI is accustomed to having one captain for all three formats, as was previously done by MS Dhoni, Virat Kohli, and Rohit Sharma, who maintained captaincy across all three formats.

Another possible reason is that Shubman Gill's popularity or face value can generate more revenue for BCCI, attracting sponsorships.

A third reason could be Ajit Agarkar, who is now appointed as head selector of the Indian team. He was part of the generation that replaced Rohit Sharma after the 2007 World Cup, which is seen as one of the reasons for Rohit's current replacement.

Fourth but not the least, Rohit is nearly 40 years old and has retired from two formats (T20 and Tests). BCCI may think that he will not be fit for upcoming matches or that his form might decline due to lack of practice. Therefore, they might look for a new face. Though the decision to change ODI captaincy is clear, BCCI should still consider Rohit Sharma for at least the Australia tour, or they may have to think about Shreyas Iyer for captaincy because he is more consistent and prominent, having performed excellently. Under his leadership in the IPL, he has won many matches even in tough conditions.

However, Gill is very talented and classy, and along with his stylish batting technique, he is praised among cricket fans. Hopefully, he might prove himself as a captain very quickly.

বিদায়ের বেদনায় নব আশার সুর

বৈশালী সাহা

বিজয়া দশমী বাঙালির কাছে শুধু একটি ধর্মীয় আচার নয়, এটি আনন্দ ও বেদনার মিশেল। দুর্গাপূজার চারদিন ধরে চলা উৎসবের শেষ দিনে দেবীকে বিদায় জানানো হয়। ঢাকের তালে, সিঁদুর খেলায়, শোভাযাত্রার ভিড়ে একদিকে থাকে আনন্দ—অন্যদিকে ভেসে আসে বিদায়ের হাহাকার।

এই দিনে শাক্ত ভাবনার মূলকথা হলো, দেবী দুর্গার মহিষাসুর বধ। তা আমাদের শেখায়—সত্য, শুভ ও ন্যায়ের জয় হবেই, যতই শক্তিশালী হোক না কেন অসুরশক্তি। তাই বিজয়া দশমী কেবল দেবী বিসর্জনের দিন নয়, এটি নতুন করে আশার সঞ্চার করে মানুষের মনে।

দশমীর পরে বাঙালি ঘরে ঘরে শুরু হয় বিজয়া সংবর্ধনা। ছোটরা বড়দের প্রণাম করে, বড়রা আশীর্বাদ দেন। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-পরিজন সবাই মিষ্টিমুখ করে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। এভাবেই বেদনার বিদায়ের মধ্যেও জেগে ওঠে মিলনের আনন্দ। বিজয়া দশমী তাই শেষ নয়, বরং এক নতুন সূচনা—আশা, মিলন আর শুভশক্তির জয়ের উৎসব।

৬০০ বছরের সাধনার সাক্ষী রিষড়ার সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির

তিতলী মন্ডল

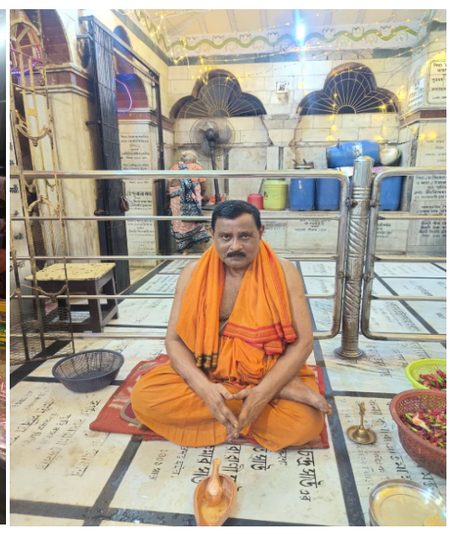

রিষড়া, ২৪এ নভেম্বর ২০২৫ :গঙ্গা তীরের জেলা হুগলির রিষড়ার এক কালী মন্দির স্থাপিত আছে। মন্দিরের বয়স প্রায় ছ'শো বছরের বেশি। যা সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির নামে জনপ্রিয়। রিষড়ার বাঙ্গুর পার্কে প্রাচীন মন্দিরটি অবস্থিত। ৮১১ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল মন্দিরটি। সিদ্ধেশ্বরী মায়ের লোল জিভ থাকে না, অর্থাৎ তিনি জিভ বের করে থাকেন না। সিদ্ধেশ্বরী মায়ের গলায় মুণ্ডমালা নেই। রিষড়ার সিদ্ধেশ্বরী কালীর মূর্তির চিরাচরিত কালীবিগ্রহের চেয়ে আলাদা। সাধকের ধ্যানলব্ধ মূর্তিতে পূজিতা হন দেবী। জনৈক জটাধর পাকড়াশী নামে এক তান্ত্রিক হুগলী জেলার রিষড়ার সাধনা করতেন। একদিন তিনি স্বপ্নাদেশ পান। বর্তমান মন্দিরের বাম পাশে এক নদীতে একটি ভাসমান ঘট দেখতে পান। ঘটটিকে জল থেকে তুললেন। তারপর গোলপাতা দিয়ে মন্দির তৈরি করলেন। স্বপ্নাদেশ অনুযায়ী মায়ের কৃষ্ণবর্ণের দ্বিভুজা মূর্তি তৈরি করে নিত্য পুজো শুরু করেন।পঞ্চদশ শতকে যশোর সর্ষুনার জটাধর পাকড়াশী সস্ত্রীক রিষড়ার মোড়পুকুর গ্রামে চলে এসেছিলেন। আত্মীয় দুর্গাচরণ ঘোষের বাড়িতে এসে ওঠেন জটাধর। এই দুর্গাচরণ ঘোষই তাঁকে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির সংলগ্ন জায়গাটি ব্রহ্মোত্তোর জমি হিসেবে দান করেছিলেন। তারপর তৈরি হয় মন্দির এবং মায়ের নিত্য পূজা শুরু হয়। দেবী কালিকার পদতলে শিব থাকেন না, একপাশে শায়িত থাকেন।

মন্দিরের পুরোহিত শ্রী পবিত্র ভট্টাচার্য্যের থেকে জানতে পারা যায় তিনি মন্দিরে মায়ের নিত্য পূজা করেন। এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত মায়ের পূজা সম্পন্ন হয়।

মন্দিরের একজন ফুল বিক্রেতা শ্রী তপন কুমার দাজানিয়েছেন তিনি বহু বছর ধরে মন্দিরে ফুল , মিষ্টি বিক্রয় করেন । এবং মন্দির চত্বরে প্রায় সব সময়ই ভক্তদের আনাগোনা লেগেই থাকে । বিশেষ করে মঙ্গলবার এবং শনিবার বেশি ভিড় থাকে। দীপাবলির সময় মন্দির আলোয় আলোকিত হয়ে সেজে ওঠে এবং মন্দিরের বাইরে মেলা বসে । স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির রিষড়ার প্রান ।

খানাকুলের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাপূজা

দীপ গাঙ্গুলী

বলা হয়ে থাকে সাহেবদের বাংলায় আসার ২০০ বছর আগে থেকে অর্থাৎ বখতিয়ার খলজি এরও আগে থেকে অর্থাৎ সেন বংশের সময় থেকে মা পূজিত হন এখানে। হ্যাঁ হুগলি জেলার খানাকুল এর তাঁতীশাল গ্রামের হাজরা বংশের বড় বাড়ির পুজোর কথা বলছি। প্রায় ৯ প্রজন্ম আগে থেকে চলে আসা এই ঐতিহ্য বাহি পুজো হলো প্রায় ৫৪০ বছরেও বেশি পুরো ও প্রাচীন পুজো. পরশুরাম হাজরা এই পুজো শুরু করেছিলেন তিনি রাজবংশের খুব কাছের মানুষ ছিলেন। এখানে মা একচালায় পূজিত হন। বিশেষ আকর্ষণ হলো এখানে মায়ের মূর্তি প্রতিবছর এক থাকে কোনো পরিবর্তন হয় না মায়ের একপাশে লক্ষী ও নিচে গনেশ আর অন্যপাশে সরস্বতী ও নিচে কার্তিক থাকেন, মা লক্ষ্মী ও মা সরস্বতীর বাহন পেঁচা ও হাস থাকে না কাঠামোতে। এই পুজোয় নির্দিষ্ট সময় মেনে সমস্ত রীতি অনুযায়ী নিষ্ঠার সহিত পুজো করা হয় । পরশুরাম এর পর তাঁর পুত্র লক্ষ্মীকান্ত ও তারপর তাঁর পুত্র গৌর্মোহন এই পুজো এগিয়ে নিয়ে যান। এই পুজোর প্রতিমা তৈরী করেন খানাকুল এর রামনগর গ্রামের প্রতিমা শিল্পী মধুসূদন বাবু। তাঁর মৃত্যুর পর তার বংশ পরম্পরায় চলে আসছে তার পরের প্রজন্ম তৈরি করে যাচ্ছেন এই প্রতিমা। এখানে শিল্পী নিজের হাতে চালায় মায়ের বিভিন্ন রূপ অঙ্কন করেন। আগে মহিষ বলিদান এর একটা রীতি ছিল সন্ধীপুজোর সময় কিন্তু রাজাদের মত না থাকায় কিছু বছর পর থেকে মহিষ এর সমান ওজন এর চিনি সাধারণ মানুষ দের বিলিয়ে দেওয়া হতো। বর্তমান এ সন্ধিপূজা এর সময় চাল কুমড়ো বলি দেয়া হয় ও নবমীর পুজোতে আখ ও আদা বলি দেবার একটা রীতি আছে হাজরা বংশের বড় বাড়ির এই পুজোতে। এই পুজোর পুরোহিত হচ্ছেন গ্রামের গাঙ্গুলী বংশের ব্রাহ্মণরা। বর্তমান এ অষ্টম প্রজন্ম মনোজ কুমার হাজরা এই পুজোর দায়িত্ব নিয়েছেন। ইংরেজ গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস এই পুজো দেখতে এসেছিলেন। মায়ের মন্দির যতবার তৈরি করা শুরু হয়েছে কোনো না কোনো বাধা পরে বন্ধ হয়েগেছে। মা যেন চান ওই মাটির চালায় পূজিত হতে। প্রতিবছর অনেক মানুষ কে এখানে খাওয়ানো হয়। সপ্তমীর দিন নবপত্রিকা বেল বরণ অষ্টমীর দিন পুষ্পাঞ্জলি সন্ধিপূজা , আগে কুমারী পূজা হতো এখন আর হয় না , নবমীর দিন পুজো হয় এবং দশমীর দিন মায়ের নিজস্ব পুকুরে মাকে বিসর্জন দেয়া হয়. আধুনিক সময় আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে এই পুজোয় বর্তমানে আলোর জাঁকজমক চোখে পড়ে এখানে। এইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এই ঐতিহ্যবাহী পূজা।

দক্ষিণা কালীর রূপসাগরে

শিউলি মন্ডল

ভারতবর্ষ তথা বাংলার সর্বাধিক পূজিতা দেবী মা কালী। বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন নাম ও রূপে কালী পূজা হয়। কালীর প্রচলিত রূপগুলি দেখে ঘরোয়া মনে হলেও অধিকাংশ রূপেই তিনি ভয়ঙ্করী। তন্ত্রমতে দেবীর অসংখ্য রূপের আরাধনা করা হলেও, দক্ষিণা কালী রূপটি বিশেষ প্রসিদ্ধি প্রাপ্তি করে।

দেবীর ধ্যান মন্ত্রে দেবীর রূপ বর্ণনায় জানা যায়, তিনি করালবদনা, ঘোরা, মুক্তকেশী, চতুর্ভুজা, দিব্যা এবং মুন্ডমালা বিভূষিতা। মায়ের রূপটি আমাদের চেনা হলেও তার অর্থ আমরা অনেকেই জানি না।

মায়ের গলায় মুণ্ডমালা জ্ঞানের দ্যোতক এবং তা ৫০ টি নরমুণ্ডে গ্রথিত । সংস্কৃত বর্ণমালায় অ থেকে ক্ষ অবধি ৫০ টি বর্ণ (১৪ স্বর ও ৩৬ ব্যঞ্জনবর্ণ) রয়েছে, দেবী দক্ষিণাকালী এই নরমুণ্ডের মালা বর্ণ বা অক্ষমালা হিসাবে কন্ঠে ধারণ করেন । এই পঞ্চাশটি মুণ্ডকে বীজ মন্ত্রের ও প্রতীক মানা হয়।

তিনি মহা মেঘ প্রভা শ্যামা ও দিগম্বরী। কৃষ্ণবর্ণে যেমন শ্বেত, পীত প্রভৃতি সকল বর্ণ লয় পায়, তেমনি নিখিল চরাচর কালীতে অন্তর্হিত হয়। সেই নির্গুণা, নিরাকারা পরব্রহ্মময়ী কালশক্তির বর্ণ তাই কালো। তিনি পরমা প্রকৃতি,নিখিলব্রহ্মাণ্ডই তাঁর অঙ্গের আবরণ তাই তিনি দিগম্বরী, কারণ ব্রহ্মাণ্ডকে সম্পূর্ণ আবৃত করা কোনও পোষাক দ্বারাই সম্ভব নয়।

তাঁর গলার মুন্ডমালা থেকে রক্তধারা বিগলিত হয়ে সর্বাঙ্গ সিক্ত করছে। তার কর্ণে দুটি শবদেহ আভূষণ রূপে বিদ্যমান, এবং তাতে তিনি আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছেন। তিনি ঘোর দ্রংষ্ট্রা, করান্যাসা, পীনোন্নতপয়োধরা, শব সমূহের হাত দ্বারা দেবীর কোমর বন্ধনী রচিত এবং তিনি হাস্যমুখী। দেবী মহারৌদ্রী ও শ্মশ্মান বাসিনী।

দেবীর ত্রিনয়নকে চন্দ্র, সূর্য ও অগ্নির প্রতীক বলা হয় এবং তাঁরা প্রকৃতির চালিকা শক্তির প্রতিনিধিত্ব করে। দেবী সুবিন্যস্ত দন্ত বিশিষ্টা। তাঁর লোলজিহ্বা রজোগুণ এবং শুভ্র দন্তপঙক্তি সত্ত্বগুণের প্রতীক। তাঁর জিহ্বা তিনি দন্তপঙক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন। এটি রজোগুণের উপর সত্ত্বগুণের নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের দ্যোতক।

তাঁর উপরের বাম হাতে খড়্গ জ্ঞানশক্তির প্রতীক এবং নিচের বাম হাতে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড জীবত্ব ও অহং এর প্রতীক। কালী জ্ঞানখড়্গের দ্বারা মানুষের অহং ছিন্ন করে তার জীবত্ব নাশ করেন ও পরমাত্মার সঙ্গে যোগ ঘটান। দক্ষিণা কালী দক্ষিণ করযুগলে বর ও অভয় দান করে চলেছেন।

তাঁর আলুলায়িত কেশরাশি দক্ষিণ ভাগে লম্বমান। তিনি শবরুপী মহাদেবের হৃদয়োপরি অবস্থিতা। দেবীর চতুর্দিকে চিৎকার পরায়ণ শিবা গণ অবস্থান করেন। দেবীর মুখ সুখপ্রসন্ন, তাঁর শ্রী মুখপদ্ম মৃদুমন্দ হাস্যে সমুজ্জ্বল। আদি চিত্রে দেখা যায় দেবীর বাহন শবরূপা শিব। তার উপরে মহাকাল শয়ন করছেন এবং দেবী মহাকালের সাথে বিপরীত ক্রিয়াতে রতা। অর্থাৎ বিনাশকালেও দেবী সৃষ্টি লীলায় মত্ত। একইসাথে এই রূপে প্রকাশ পায় যে, নারী ভোগ্যবস্তু নয়। তাঁর ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদার আধিপত্য পুরুষেরই সমতুল্য। তিনি ভক্তদের সমৃদ্ধি প্রদান করেন।

কালীকে কেন্দ্র করে চৌষট্টি রকম তন্ত্র আছে আর বিভিন্ন তন্ত্রে তাঁর বিভিন্ন প্রকার ভেদ। সেই প্রকার গুনে শেষ করতে পারা সহজ না। তাঁর প্রতিটি রূপের বর্ণনা করা কিঞ্চিত অসম্ভব। তবু তাঁর একটি রূপের তত্ত্ব ও যদি আমরা বুঝতে সক্ষম হই, আমাদের জ্ঞানের পরিধি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আমরা বুঝতে পারব যে, প্রকারভেদ যতই থাক, আদ্যাশক্তি একজনই।

My first Durga Puja in the City of Joy

Dipsika Gupta Prasad

My inaugural experience of Durga Puja in Kolkata was nothing short of a sensory and spiritual revelation. Stepping into the City of Joy during these five days meant collective and a phenomenon energy surpassing any festival I had ever witnessed.

The core of the experience lay in the magnificent art and the sheer devotion of the crowds. Waiting in line for hours for a glimpse of the Goddess was an unexpected joy, a chance to appreciate the incredible, often creative Durga idols that transformed temporary pandals into breathtaking art installations.

What truly defined the immersion was the unstoppable spirit of the Kolkata people . Even as incessant rain caused widespread waterlogging, turning major thoroughfares into shallow rivers, the festive zeal was undiminished. People,were crazy about roaming around for pandal hopping watching every glimpse of Maa Durga. This resilience and absolute commitment to celebration despite logistical hurdles, cemented the festival's true meaning for me. I now understand why Durga Puja is Kolkata's soul.

The mystical companions of Kali

Soumili Poddar

As the night of Kali Puja descends, with the rhythmic beats of dhak, the fragrance of incense, and the flickering lamps illuminating every altar, devotees across Bengal believe that the goddess Kali descends upon Earth — not alone, but accompanied by her fierce and devoted attendants, Dakini and Jogini.

Their presence symbolizes the raw, untamed energy of the diety — the very essence of creation and destruction.

In the vast pantheon of Hindu mythology, Dakini and Jogini are often described as divine yoginis — mystical female beings who embody spiritual power and primal force. Legends say that when Ma Kali manifests to destroy evil and ignorance, Dakini and Jogini emerge from her body — one from her left and the other from her right. They are not mere attendants but extensions of her shakti (divine feminine power), representing different facets of her cosmic energy.

According to the tantras, Dakini and Jogini inhabit the cremation grounds, feeding upon the remnants of ego and desire that mortals leave behind. Their domain is not one of fear, but of transformation — the sacred realm where life and death merge.

To the uninitiated, their image appears terrifying, adorned with skulls and smeared with ash. But to the spiritual seeker, they are the gateways to transcendence, guiding souls beyond the illusion of worldly attachments.

During Kali Puja, priests often invoke them alongside the goddess, offering red hibiscus, rice and ghee lamps. It is said that when midnight worship reaches its peak, the unseen presence of Dakini and Jogini circles the altar, guarding the sacred space and empowering the devotees with courage and spiritual insight.

For the devout, their story is more than myth — it is a reminder of the dual nature of existence. Just as Kali embodies both compassion and destruction, Dakini and Jogini teach that fear and wisdom are but two sides of the same divine coin. In their dance with the Mother, they reveal that every end is a beginning, and every darkness hides the seed of awakening.